বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 13 MAR 1989
পৃষ্ঠা 5 কলাম 3

শিক্ষাঙ্গন

শিক্ষাংগনে সন্ত্রাস

ইদানীং স্কুল, কলেজ বিশেষ করে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে যে অরাজকতা, বিশৃংখলা ও সন্ত্রাস চলছে তা জাতির জন্য বিরাট কলংকস্বরূপ। এই সমস্যাটি একটি ভয়ংকর জাতীয় সমস্যা। মানুষ গড়ার পবিত্র প্রতিষ্ঠানগুলোতে যদি মানুষ হওয়ার বা মানবিক বিকাশ লাভের সুযোগ না থাকে তবে এগুলোর অস্তিত্ব কি করে থাকবে। সাধারণতঃ শিক্ষাকে মানবিক বিকাশের ও চরিত্র গঠনের একটি বিশেষ উপকরণ ও মাধ্যম হিসেবে বিবেচনা করা হয়। কিন্তু এই মহৎ বিবেচনা আমাদের মাঝে এখনও গড়ে উঠেনি।

এটি যেমন শিক্ষকদের মাঝে নেই তেমনি ছাত্রদের মাঝেও নেই। কেননা, তা না হলে শিক্ষাংগনে এত সন্ত্রাস ও অরাজকতার সৃষ্টি হতো না। উন্নত বিশ্বের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে লেখাপড়ার যে পরিবেশ বিদ্যমান তা আমাদের জন্য অনুকরণীয় বা অনুসরণীয় হতে পারে। উন্নত বিশ্বের দেশগুলোতে তারা তাদের রাজনৈতিক ক্ষমতার চেয়ে জাতীয় উন্নতিকে বিশেষভাবে গুরুত্ব দেয়। শিক্ষক ও ছাত্রদেরকে রাজনৈতিক বিষয় নিয়ে এত মাথা ঘামাতে দেখা যায় না। যদিও বিশেষ বিশেষ রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে তাদের অংশগ্রহণ দেখা যায় তবুও সেই অংশগ্রহণ হয় জাতীয় স্বার্থে। আমাদের দেশে দেখা যায় শিক্ষকদের মাঝেও দলাদলি। স্ব-স্ব স্বার্থে তারা তাদের ভবিষ্যত উৎপাদিকা শক্তি ছাত্রদেরকেও নিজেদের দলে ডেকে আনে এবং হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করে।

ফলে ক্ষমতার লোভে, নিজের দল বা ব্যক্তিত্বকে প্রতিষ্ঠিত করতে গিয়ে অন্যের প্রাণ নাশ করতেও তারা ভয় পায় না। বর্তমানে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে নৃশংস হত্যাকাণ্ড এর প্রকৃষ্ট প্রমাণ। তাছাড়া রয়েছে শিক্ষা ব্যবস্থার ত্রুটি। একটি যথোপযুক্ত ও দেশোপযোগী শিক্ষানীতি আমাদের দেশে নেই বলে আমাদের মাঝে এত হতাশা দেখা যায়। আমাদেরে যদি প্রকৃত শিক্ষা অর্জন করতে হয়, চরিত্র ও মানবিক গুণাবলীর বিকাশ সাধন করতে হয় তবে সকল সন্ত্রাস ও অরাজকতা রোধে আমাদের শিক্ষক ও ছাত্র সকলকে বাস্তবধর্মী পদক্ষেপ ও পরিকল্পনা অনুযায়ী এগিয়ে আসতে হবে।

ব্যক্তি বা দলের স্বার্থকে অগ্রাধিকার না দিয়ে জাতীয় স্বার্থকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। অবশ্য জাতীয় ভিত্তিক যে কোন গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নে সকল শিক্ষক ও ছাত্র যে কোন রাজনৈতিক ভূমিকা পালন করতে পারে। শিক্ষাংগনে সন্ত্রাস ও অরাজকতা রোধে একটি বাস্তব ও উৎপাদনমুখী শিক্ষা নীতির প্রয়োজন। আশা করি সরকার, ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক ও সর্বস্তরের জনগণ এ বিষয়টির প্রতি গুরুত্ব দিবেন এবং জাতীয় স্বার্থে যে কোন পদক্ষেপ গ্রহণে আন্তরিক সহযোগিতা করবেন। —মোঃ মুজিবুর রহমান।